(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ আগস্ট ২০২১

৫ আগষ্ট, ২০২১ দেশের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বনভূমি লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল-এর যৌথ বিবৃতি প্রদান

বিবৃতিতে বলা হয় যে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত মৌলভীবাজারের ক্রান্তিয় চিরসবুজ বন ও দেশের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বনভূমি পরিবেষ্টিত লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে বন বিভাগ। অত্র জেলার জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের ওই বনভূমি জেলার একমাত্র সংরক্ষিত বন হিসেবে চিহ্নিত। এ ধরনের বনে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা, এমনকি প্রবেশেরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ৯৮০ কোটি টাকার সম্ভাব্য ব্যয় ধরে ওই সাফারি পার্ক নির্মিত হলে সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের জন্য নানা অবকাঠামো, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, উপকেন্দ্রসহ ভারী অবকাঠামো নির্মিত হবে। আর সেখানে বছরে ৮ থেকে ১০ লাখ দর্শনার্থী আসবেন বলে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সেগুন গাছ প্রধান ওই বনভূমির ৫ হাজার ৬৩১ একরজুড়ে সাফারি পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে মাধবকুন্ড ইকোপার্ক ও ৫০ কিলোমিটার উত্তরে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত সেখানে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে হাতি, উল্লুক, মায়া হরিণ, উল্টোলেজি বানর, আসামি বানর, মুখপোড়া হনুমান রয়েছে। উক্ত এলাকায় আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের বসবাস রয়েছে বলেও জানা যায়।

এ বছরের ২৮ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিকে বনের ভেতর সাফারি পার্ক নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য বিপর্যয়সমূহ এবং বিতর্কিত কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতায় প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এরপর স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান 'সিলেট লাইভ টিভি' নামক ফেসবুক পেজে তার সাক্ষাৎকারে সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মীকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে ঐ সাংবাদিকের বাড়ি ঘেরাও করার হুমকি দেন, যা একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নিন্দনীয়। এ ধরনের কথাবার্তা উস্কানিমূলক ও পরমসহিষ্ণুতার প্রতি চরম অশ্রদ্ধার পরিচায়ক এবং উক্ত প্রকল্পের প্রতি কোন কোন মহলের অতি আগ্রহের বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়েছে। বাপার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছি।

আমরা মনেকরি যে, মৌলভীবাজারের লাঠিটিলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বনভূমি এবং জেলার একমাত্র সংরক্ষিত বন'কে বন বিভাগের সাফারি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনাটি সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে সাফারি পার্ক নির্মাণ না করে বনটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেও পর্যটনে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। যে কোন বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যথাযথ সমীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করার যে বাধ্যবাধকতা আছে তা মেনে চলতে হবে। লাঠিটিলার সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় জনগণ এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। একই সাথে দেশ ও জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদানকারীদের চিহ্নিত করে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আদিবাসী দিবসে ওঁরাও জনগোষ্ঠির জন্য বাপা'র খাদ্য সহায়তা

প্রতি বছরের মত এ বছরে ৯ আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখা কর্তৃক নগরীর বালুচর এলাকার ওঁরাও জনগোষ্ঠির ১৩টি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী উপহার প্রদান করেন। বাপা সিলেট শাখার সাধারন সম্পাদক আব্দুল করিম ওঁরাও বসতিতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকা ১৩টি ওঁরাও পরিবারদের কাছে এই খাদ্য সামগ্রী উপহার হিসেবে হস্তান্তর করেন। খাদ্য হস্তান্তরকালে তিনি বলেন, আদিবাসী এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের কারনে আজ সর্বস্বান্ত। সমাজের মূল জনগোষ্ঠী তাদের ব্যাপারে উদাসিন। আজ বিশ্ব আদিবাসী দিবস-এ সমাজের বিবেকবান মানুষদের পক্ষ থেকে বাপা এই সামান্য খাদ্য সহায়তা নিয়ে এসেছে সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য।

খাদ্য সহায়তা গ্রহণকালে ওঁরাও'দের পক্ষ থেকে শিপা ওঁরাও বলেন, এই দুঃসময়ে আমাদের কথা মনে করায় বাপা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা। বাপা সহ সিলেটের নাগরিক সমাজের অনেকেই ভূমি লড়াইয়ের সময়ে আমাদের পাশে থেকেছেন। ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিবেকবানদের আরো বেশী সক্রিয় সহযোগীতা কামনা করেন তিনি। খাদ্য সহায়তা প্রদানকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি সুদীপ্ত অর্জুন, কিবরিয়া চৌধুরী সুমন, আদিবাসী নেতা মিলন ওঁরাও প্রমুখ। উল্লেখ্য ১৩টি পরিবারের প্রায় অর্ধশত মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা সামগ্রীতে চাল, ডাল, তেল, চিনি ও আলু প্রদান করা হয়।

'চলনবিলের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়' শীর্ষক সভা

১২ আগস্ট ২০২১ ইং তারিখে 'চলন বিলের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাপা নির্বাহী সহ-সভাপতি ডা. মো. আব্দুল মতিন-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিলের সঞ্চালনায় সভার মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরেন চলন বিল রক্ষা আন্দোলনের সদস্য সচিব এস. এম. মিজানুর রহমান।

এতে বক্তব্য রাখেন আফজাল হোসেন, রাজু আহমেদ, ফয়লুল করিম, নূর আলম সিদ্দিকী, মোস্তফা কামাল, আশরাফুজ্জামান, অধ্যাপক আতাহার হোসেন, শিবলী আহমেদ, আব্দুল হাদী, ডেইজি আহমেদ, সংবাদকর্মী জুয়েল হোসেন, মিজানুর রহমান, হালিম দাদ খান, ড. খালেকুজ্জামান, এম. এস. সিদ্দিকী, ফরিদুল ইসলাম নূর আলম শেখ প্রমূখ। এছাড়াও চলন বিল রক্ষা আন্দোলন ও বড়াল রক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দসহ চলন বিল এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সেখানকার সাধারণ জনগন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

সভায় চলন বিলের বিরূপ প্রভাবের কারণসমূহ, জীববৈচিত্র্য-কৃষি, বর্তমান সমস্যা, সমস্যার উৎস ও সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় প্রায় প্রতিটি বক্তার বক্তৃতায় উঠে আসে চলন বিল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, যুবসমাজ ও সেখানকার সর্বসাধারণকে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কথা।

সভায় চলন বিল রক্ষায় করণীয় তুলে ধরা হয়:

১। সি,এস রেকর্ড অনুযায়ী চলন বিলের সকল নদীর সীমানা চিহ্নিত করা এবং পদ্মা-যমুনার সাথেই চলন বিলের প্রধান নদীগুলোকে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর আওতায় আনা, নদী এবং বিলের সাথে যুক্ত সংযোগস্থল দখলমুক্ত করে খনন করণ ২। চলন বিলের অপরিকল্পিত স্লুইচ গেট , বাঁধ, ক্রস বাঁধ, কালভার্ট অপসারণকরণ ৩। চলন বিলের ভূগর্ভস্থ পানির অতি ব্যবহার বন্ধ করা ৪। চলন বিল এলাকার যে কোন প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে 'গণশুনানী এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ' বাধ্যতামূলক করা ৫। 'ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০'তে চলন বিলকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, কিন্তু চলন বিলের জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তা সর্বসাধারণকে জানানো ৬। চলন বিল এলাকায় পর্যটনের নামে এলজিইডি যে, বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছে এ বিষয়ে সর্বসাধারণকে অবহিত করা ৭। চলন বিলের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা ৮। চলনবিলে প্রায় ২৩,০০০ সরকারি পুকুর আছে, এগুলো সংরক্ষন করতে হবে এবং কৃষি জমি নষ্ট করে ব্যক্তি পর্যায়ে হাজার হাজার পুকুর খনন করা হচ্ছে, এগুলো বন্ধ করতে হবে ৯। চলন বিল এলাকার দূর্দশাগ্রস্থ প্রকৃত মৎস্যজীবিদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদেরকে বর্ষার শুরুতে ৪ মাস সরকারী আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং এ সময়ে ছোট মাছ ধরা বিষয়ে কঠোর হতে হবে ১০। চলনবিলে প্রাণ কোম্পানী, কিশোয়ান, নাটোর সুগার মিল, যমুনা ডিষ্টিলারিজ, চলন বিল এলাকার সকল পৌরসভার বর্জ্যসহ গৃহস্থালী স্যুয়ারেজ, ধান কল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, পোল্ট্রি খামার, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলা বন্ধ করা ১১। চলন বিলের সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা করা। ১২। চলন বিলকে 'পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' ঘোষণা করে তা সংরক্ষণে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ১৩। চলন বিলে সার্বিক উদ্ধার, সংরক্ষন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবায়নের জন্য একটি আলাদা 'চলন বিল কর্তৃপক্ষ' গঠন করা এবং ১৪। চলন বিল রক্ষার জন্য সর্বসাধারণকে সম্পৃক্ত করে ধারাবাহিক আন্দোলন চলমান রাখা।

৩ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার ছক সভায় উপস্থাপন করা হয়:

কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ৫টি জেলার ১৫টি উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে এবং মিডিয়া কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা, চলন বিলের অভ্যন্তরে প্রবাহিত সকল নদী, খাল, পুকুর, স্লুইচগেট, ছোট ব্রীজ, কালভার্ট, কৃষি জমির পরিমাণ, গভীর নলকূপ, শ্যালো টিউবওয়েল, সাবমার্সিবল পাম্প এর সংখ্যা সহ অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ, চলনবিল কনভেনশন, ১৫টি উপজেলায় ১৫টি জনসভা ও অসংখ্য পথসভার মাধ্যমে দুই লক্ষ মানুষের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করা এবং গণজমায়েতের মাধমে গণস্বাক্ষর জমা প্রদান, ১৫টি জনসভাসহ পথসভা, ব্যাপক প্রচার, গণসংযোগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা, মানব বন্ধন সফল করার জন্য ১৫টি উপজেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় সভা ও দায়িত্ব বন্টন করা এবং সমন্বয়কদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা, ৩ বছরে চলনবিল অঞ্চলের কমপক্ষে ৪০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন সহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংযুক্ত করা।

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

- চলন বিল নিয়ে ৩ বছরের যে পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করা হয় তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- সভায় চলন বিলের বর্তমান অবস্থা ও করণীয় বিষয়ে প্রাথমিকভাবে একটি সম্মেলন/কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত হয়।
- ৫টি জেলার ১৫টি উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে এবং মিডিয়া কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা।
- গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ।
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, যুবসমাজ ও সেখানকার সর্বসাধারণকে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করণ।

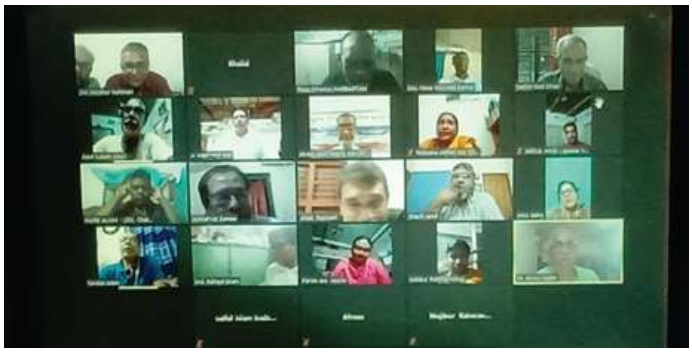

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ আগস্ট ২০২১

বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৩ আগষ্ট, ২০২১ সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের রজনীলাইন, চাঁনপুর এলাকা পরিদর্শন করেন

বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৩ আগষ্ট, ২০২১ ইং সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের রজনীলাইন, চাঁনপুর এলাকা পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও বাপা সিলেট শাখার সাধারণ সম্পাদক, আব্দুল করিম কিম, বাপা হবিগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক, তোফাজ্জল সোহেল, যুববাপা'র সদস্য দেওয়ান নূরতাজ আলম, আদিবাসী নেতা এন্ড্রু সলমার, ইউপি সদস্য, মোহাম্মদ সম্রাট মিয়া, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন, সম্পাদক আব্দুল মোতাল্লিব, চাঁনপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি, মোহাম্মদ রাজা মিয়া, অত্রএলাকার প্রবীণ ব্যাক্তি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, উইকলিপ সিন যুব সংঘের সাধারন সম্পাদক, মিখাইল দিও প্রমুখ।

প্রতিনিধিদলটি পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন ভারতের সীমান্তঘেঁষে উপজেলার উত্তর বড়ধল ইউনিয়নের চানপুর, রজনীলাইন, কৃষিজমি ও জলাশয় পাথর বালির নিচে নিমজ্জিত হয়েছে। এলাকাবাসীরা জানান যে, চানপুর এবং রজনীলাইনসহ রাজাই, মারাম, বরুঙ্গাচরা ও শান্তিপুরসহ মোট ছয়টি গ্রামের লোকজনের ফসলি জমি ও বিল বালুতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চানপুর গ্রামটি একেবারে মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত হওয়ার কারনে গ্রামের বাড়ীঘরের আঙিনা, এলাকার বাজার, গ্রামের রাস্তা, মসজিদ, স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্প, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সব খানেই বালুর স্তর পড়েছে। বাড়ীঘর হারানোর পাশাপাশি এলাকার মানুষের সর্দি-কাশি, এ্যজমা ও শ্বাসকষ্ট জনিত বিভিন্ন রোগ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০৮ ইং সালে বাপার একটি প্রতিনিধিদল এ এলাকা পরিদর্শন করেন। সে সময়ে যে অবস্থা লক্ষ্য করা হয়েছিল এখন তার ভয়াবহতা আরো ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ অবস্থায় ভারতের খাসিয়া পাহাড় থেকে বালি ও পাথর আসা বন্ধ না হলে অচিরেই টাঙ্গুয়ার হাওরসহ এলাকার বিস্তৃত জলাভূমি ও হাওর ভরাট হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে পচাশোল বিলসহ আরো অনেক বিল বালির নিচে চাপা পড়েছে, এখানে আর জলাভূমির কোন চিহ্ন নেই।
স্থানীয় জনসাধারণ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীঘর ও কৃষিজমি দেখাতে বাপা প্রতিনিধিদলকে নিয়ে যান। বাপা প্রতিনিধিদল সরেজমিনে দেখেন চানপুর, রজনীলাইন, রাজাই এই তিন গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ি বালি বন্যায় নিমজ্জিত।

দীর্ঘদিন থেকে বিস্তৃর্ণ কৃষিজমি ও টাঙ্গুয়ার হাওরের মতো বিরল জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকায় এই ধ্বংসযজ্ঞ চললেও সরকারের নীরবতা দেখে বাপা নেতৃবৃন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবিলম্বে সিলেট সুনামগঞ্জের বিস্তৃর্ণ হাওর অঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত খনিজ সম্পদ আহরণ, বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়া ও পাহাড়ধস নিয়ন্ত্রনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ভারতের সাথে বিশেষ ব্যবস্থায় আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ছড়া, খাল, নদী. জলাশয় ও কৃষিভূমি পাথর ও বালিতে নিমজ্জিত হয়েছে তা সুপরিকল্পিতভাবে রক্ষার মাধ্যমে যথাযথভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নিরুপন করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী জানায় বাপা।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ আগস্ট ২০২১

সুলতানা কামাল এর নেতৃত্বে বাপা নেতৃবৃন্দের মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত লাঠিটিলা সংরক্ষিত বন পরিদর্শন

২৪ আগষ্ট, ২০২১ ইং বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল এর নেতৃত্বে বাপা'র একটি প্রনিধিদল মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত লাঠিটিলা সংরক্ষিত বন পরিদর্শনে যান। সেখানে সুলতানা কামাল গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক হলে বনের পরিবেশ বদলে যাবে। তিনি বলেন মানুষকে পুনর্বাসন করা সম্ভব, কিন্তু বনের পরিবেশ, জীবজন্তুকে পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। সাফারি পার্ক করতে হলে বিকল্প জায়গায় করা যেতে পারে। সাফারি পার্ক হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হোক, বিনোদনের জায়গা বাড়ুক, কিন্তু সংরক্ষিত বনে আমরা সাফারি পার্ক চাই না। এ সময় সদস্যরা বনের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। তাঁরা বনে বসবাসকারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিনিধিদলে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, জাতীয় পরিষদ সদস্য শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জহিরুল হক, বাপার সিলেট জেলা কমিটির সহসভাপতি নাজিয়া চৌধুরী, আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সিলেটের বিভাগীয় সমন্বয়ক জোসেফ গমেজ, হবিগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল প্রমূখ ছিলেন।

৫ হাজার ৬৩১ একর আয়তনের ক্রান্তীয় এই চিরসবুজ বনে সাফারি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে বন বিভাগ। এ কাজে প্রায় ৯৮০ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুলতানা কামাল আরো বলেন, সাফারি পার্ক আর সংরক্ষিত বনের চরিত্র এক নয়। আবার সব বনের চরিত্রও এক নয়। একেক বনের চরিত্র একেক রকমের। সাফারি পার্ক হলে বনের প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসবে। এটার পরিবর্তন মানে এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন।

তিনি বলেন, সংবিধানে বলা হয়েছে, দেশের মালিক জনগণ ও দেশের সম্পদের মালিক জনগণ। যে যেখানে বাস করে, সেখানকার সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার রয়েছে। যে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে ওই স্থানের জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে (সাফারি পার্কের পরিকল্পনা) সেটার ব্যত্যয় ঘটেছে। এখানকার মানুষ তাঁদের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ রক্ষায় কাজ করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বা নীতিনির্ধারকেরা যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, তাদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, তাঁরা এটার নিন্দা জানান। জোর করে সম্মতি আদায়ের চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'এখানে কথা উঠেছে, কিছু লোক অনেক কষ্ট করে নাকি এ প্রকল্প (সাফারি পার্ক) এনেছেন । এ ধরনের বক্তব্যের প্রতি আমরা প্রতিবাদ জানাই এবং এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী কারা তা জানতে চাই। বাপার সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, লাঠিটিলা বনে সাফারি পার্ক নির্মাণে সরকারের পরিকল্পনার কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি। তবে বিশদভাবে পরিকল্পনার বিষয়টি আমরা কেই জানিনা তবে আমরা এখানকার মানুষের মতামত জানার চেষ্টা করছি। সরকারের পরিকল্পনার কথা জানার পরে আমরা এর আলোকে পরবর্তী সময়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সামাজিক বনায়নের নামে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস, খাসিয়া ও গারো সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর হামলা ও উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিলেটের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই সময়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের ওপর এই হামলা তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে উল্লেখ করে সবাইকে পাহাড়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ আগস্ট ২০২১

সামাজিক বনায়নের নামে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস, খাসিয়া আদিবাসীদের উপর হামলা ও উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), নিজেরা করি এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)'র যৌথ উদ্যোগে ২৯আগষ্ট, ২০২১ ইং রবিবার সকাল ১১:০০টায় "সামাজিক বনায়নের নামে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস, খাসিয়া আদিবাসীদের উপর হামলা ও উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে" এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন বাপা আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ বিষয়ক কমিটি'র আহবায়ক ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। সংবাদ সম্মেলনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী মানবাধিকার কর্মী খুশী কবির, বেলা'র প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা এবং আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক নাসিম। এছাড়া উক্ত এলাকা পরিদর্শন করে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন, ফাদার যোসেফ গোমেজ, ফ্লোরা বাবলী তালাং এবং আব্দুল করিম কিম।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের বিষয় নতুন নয় বরং ধারাবাহিক ঘটনারই বহিঃপ্রকাশ। এখন এটি আর ষড়যন্ত্রের পর্যায়ে নেই বরং তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে। আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার বলে তিনি মন্তব্য করেন। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে এ সমস্ত অনাকাঙ্খিত কর্মকান্ডের খবর ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। দেশে নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভয়ানকভাবে লংঘিত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। দুস্কৃতিকারীরা দেশে বর্তমানে যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে এটা দিয়ে তারা পার পেয়ে যাবে বলে মনে করছে। বন বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের বন সংরক্ষণ করা কিন্তু বন বিভাগের কাজের মধ্যে বন সংক্ষণের কোন লক্ষনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন দেশের কতজন আদিবাসী হঠাৎ করে ধনী হয়েছে এবং কতজন বন বিভাগের কর্মকর্তা কোটিপতি হয়েছেন তার তথ্য নিতে হবে। বন বিভাগের কর্মকর্তারা বনকে টার্গেটের মধ্যে নিয়ে তাদের আখের গোছানোর কাজে লিপ্ত থাকে পক্ষান্তরে আদিবাসীরা প্রকৃতি ও বনভূমিকে লালন ও সংরক্ষণ করে বনে বসবাস করে। বন তাদের ধর্মীয় চিন্তা এবং সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে। তিনি গনমাধ্যমকে বন বিভাগের কর্মকান্ড দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন একটি সভ্য দেশে একটি জনগোষ্ঠি কখনও আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করতে পারে না, আর যদি তা'হয় তবে মনে করতে হবে সেখানে অবশ্যই মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। তিনি ক্ষুদ্র ণৃ-গোষ্ঠীর জনগনের স্থায়ী নিরাপত্তার দাবী জানান। প্রকৃতিকে নির্যাতন করে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। তারা যেন নিরাপদভাবে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করতে পারে সে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য তিনি সরকারের প্রতি দাবী জানান। সঞ্জীব দ্রং অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, বন হচ্ছে খাসিদের ঐতিহ্যগত ভূমি। অথচ তাদের ভূমির কোন কাগজপত্র নাই। তিনি বলেন বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবে। আদিবাসীদের ভূমি কমিশন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে কেউ উচ্ছেদ করতে পারবেনা মর্মে একটি লিখিত ডকুমেন্ট প্রদানের দাবী জানান তিনি।

শরীফ জামিল মূল বক্তব্যে বলেন, দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে চরম অধিকার বঞ্চিত ৩০ লাখের বেশী আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের অন্যতম ধারক ও বাহক। সারাবিশ্বে আদিবাসীদের প্রকৃতির সন্তান হিসাবে বিবেচনা করে জাতিসংঘের উদ্যোগে তাদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের আদিবাসীরাও তাদের জীবন, জীবিকা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আচার আচরণের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ করে আসছে।
সিলেট অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত খাসি ও গারো আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রথাগতভাবে পান চাষের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে সমস্ত এলাকা আদিবাসীদের পান চাষের আওতায় রয়েছে, সেই সমস্ত এলাকায় এখনো প্রাকৃতিক বন বিদ্যমান। অন্যথায় লাউয়াছড়া, রাতারগুল এবং লাঠিটিলার মত সংরক্ষিত বনাঞ্চলও চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কবলে তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। তথ্য গোপন করে অথবা ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইজারা প্রাপ্ত কিছু কিছু চা বাগান দীর্ঘদিন যাবত বেশ কয়েকটি আদিবাসী গ্রাম থেকে খাসিদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক বনে গাছ কাটা, হামলা, মিথ্যা মামলা, রাতের আঁধারে পান গাছ কেটে ফেলাসহ তাদের আসা যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে। অতিসম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় ডলুছড়া পুঞ্জিতে সামাজিক বনায়নের নামে খাসি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বনবিভাগের সাথে চলমান একই বিরোধের জেরে কর্মধা ইউনিয়নের বেলূয়াপুঞ্জিতে পাঁচটি খাসিয়া গারো পরিবারের দুই হাজার আটশত পানগাছ কাটা হয়। বেলূয়াপুঞ্জির ঘটনার সুরাহা না হতেই, আবারও শুক্রবার, ২৭শে আগস্ট ২০২১ ইং ডলুছড়া পুঞ্জিতে ভোর পাঁচটায় পিটুস খাসিয়া, লরেন্স খাসিয়া ও ফেরকত খাসিয়ার তিনটি জুমের প্রায় পাঁচশতাধিক পান গাছ কেটে ফেলেছে স্থানীয় ভূমিখোর ও দখলবাজ দুষ্কৃতকারীরা এবং একই দিনে পুঞ্জির বাইরে একাধিক জায়গায় খাসিদের উপর হামলা চালায় এবং ৫ জন আহত হয়।

খুশী কবির বলেন, বন বিভাগের কাজ হচ্ছে বনকে রক্ষণ করা, বনের গাছকাটা নয়। বন বিভাগের কাজ কি সেটি জানার সময় এসছে এখন। বন বিভাগের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। বন বিভাগ তাদের লোকজন দিয়ে আদিবাসীদের উপর হামলা করছে। আদিবাসীদের অধিকারের কথা আইনে বলা আছে কিন্তু এখানে স্পষ্ট আইন লংঘন করা হচ্ছে। আদিবাসীদের বসবাসের জায়গা তাদের সংস্কৃতি ভাষা রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পরিবেশের উপর কাজ করতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বলেন দেশে বর্তমানে যে বন বিভাগ রয়েছে এ বন বিভাগের কোন প্রয়োজন নাই। বৃটিশদের করে যাওয়া ১৯২৭ ইং সালের আইন দিয়ে বন বিভাগ চলছে, এই বন বিভাগ এ দেশের না এটা বৃটিশদের বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বন বিভাগের বনের জমির উপর বেশ মায়া কিন্তু বনের উপর নয়। তিনি প্রশ্ন করেন এতগুলো মানুষের জীবন-জীবিকাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে বন বিভাগ কি করে এখানে সামাজিক বনায়ন করে। এ ধরনের বন বিভাগকে ট্যাক্স প্রদান করা ঠিক না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শামসুল হুদা বলেন, বন বিভাগের এ ধরনের কার্যক্রম আমরা নতুন দেখছি না, বরং এটি অনেক আগের। তবে এটি এখন আরো ব্যাপক আকারে হচ্ছে। তাদের এ ধরেনের কর্মকান্ড আর হতে দেওয়া হবে না। বন বিভাগকে এখন বনদস্যুবিভাগ বলা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। আমাদের অতি দ্রুত দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে একটি খসড়া তৈরী করা উচিত। সমস্যার গোঁড়ায় গিয়ে আমাদেরকে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে এ ধরনের নিলজ্জপনা আর চলতে দেওয়া যায়না। বন বিভাগে যারা ২০-৩০ বছর ধরে চাকরি করছেন তাদের প্রত্যেকের সম্পদের হিসাব নেওয়ার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রতি তিনি আহবান জানান।
মোহাম্মদ নিজামুল হক নাসিম বলেন, দেশে একটি মাত্র বিভাগ আছে যে বিভাগের দ্বারা কোন উপকার নয় বরং ক্ষতি হয় আর সেটি হচ্ছে বন বিভাগ। বন বিভাগের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বন বিভাগ দেশের কোন বনে গাছ রোপন করেনি বরং বন ধ্বংস করেছে। আদিবাসী লোকজন যারা বংশ পরমপরায় বনে বসবাস করে আসছে তাদের অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানান তিনি। বাংলাদেশের জনগন আরেকজনকে উৎখাত করে তাদের জায়গা দখল করার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

ফ্লোরা বাবলী তালাং বলেন, আমাদের আতংকিত অবস্থার মধ্যে আজকের এ অনুষ্ঠান খাসিদের মধ্যে আসা জাগিয়েছে। বন বিভাগ সামাজিক বনের নীতিমালা উপেক্ষা করে সামাজিক বনায়ন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও আমাদেরকে নির্যাতনের স্বীকার হতে হচ্ছে। প্রতি বছর খাসিদের ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ফলে আমরা প্রতিনিয়ত হুমকির সন্মুখীন হচ্ছি। বন বিভাগের বিরুদ্ধে সরকার যদি ব্যবস্থা না নেয় তবে আমরা আমাদের জীবন জীবিকা রক্ষা করতে পারবো না। স্থানীয় প্রশাসন আমাদের আশ্বস্ত করে চলে যায় কিন্তু তারা যাওয়ার পরে আবার আমাদের উপর নির্যাতন নেমে আসে। তিনি আরো বলেন সামাজিক বনায়নের ফলে পরিবেশও ধংস হয়ে যাবে। কারন, এ বনে সব লাগানো হচ্ছে বিদেশী জাতের গাছ।
ফাদার যোসেফ গোমেজ বলেন, মাননীয় জেলা প্রশাসক চাননা পাহাড়ে বসবাসরত স্থানে এ ধরনের সামাজিক বনায়ন হোক। এ বিষয়ে তারা তাদের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক ব্যানারে এখানে সামাজিক বনায়নের কর্মকান্ড করার প্রচেষ্টা চলছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুমোদনহীন উপকার ভোগীর তালিকা কে করলো কিভাবে হলো এসব বিষয়ে তদন্তের দাবী জানান তিনি। এ অঞ্চলের বিট কর্মকর্তা এ অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বলে তিনি দাবী করেন। তিনি দোষী সবার বিচারের আয়তায় আনার দাবী জানান।

আব্দুল করিম কিম বলেন, খাসিদের উপর যে হামলা চলছে তার প্রতিটি চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। খাসিয়ারা কেন স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও বাঙ্গালীর হাতে নির্যাতিত হচ্ছে? এটা বাঙ্গালী হিসেবে আমাদেরকে ব্যথিত করে।
স্থানীয় লোকজন জানান বন বিভাগের সহযোগীতায় কিছু লোক ঠিক করে খাসিদের মেরে ফেলা হয়েছে বলে মসজিদের মাইকে প্রচার করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলন থেকে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আদিবাসীদের উপর নির্যাতন ও বন ধ্বংসের চলমান ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কুলাউড়ায় অবিলম্বে পান গাছ কাটা ও আদিবাসীদের উপর হামলার স্বচ্ছ তদন্ত করে দায়ীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত খাসি ও গারো জনগে-ষ্ঠীর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সামাজিক বনায়নের নামে প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। সিলেটের খাসি ও গারো জনগোষ্ঠীকে জানমাল, বাসস্থান ও পুঞ্জির স্থায়ী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

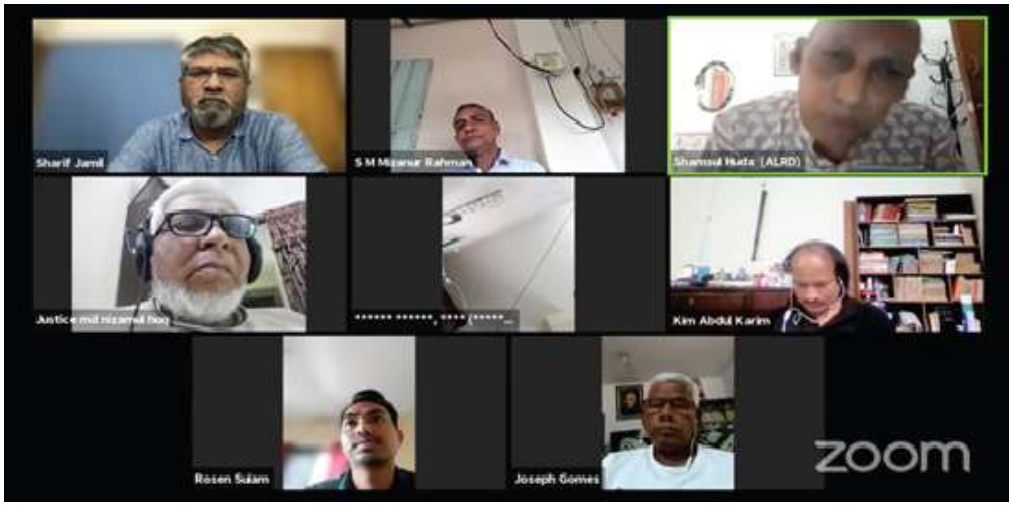

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ আগস্ট ২০২১

খাসিয়াপুঞ্জির লোকজনের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার প্রতিবাদে বাপা সিলেট শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদী নাগরিক বন্ধন কর্মসূচি

৩১ আগষ্ট, ২০২১ ইং সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার উদ্যোগে এক 'প্রতিবাদী নাগরিক বন্ধন' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তারা বলেন ২৭ আগষ্ট, ২০২১ ইং শুক্রবার খাসিয়াপুঞ্জির লোকজনের ওপর দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। এ ঘটনায় ছয় জন আহত হন। নাগরিক বন্ধনে এই হামলার নিন্দা জানিয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলেন, সিলেট অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে গারো-খাসিয়াসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জনজাতি, যা সিলেটের নৃ-তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সীমান্তবর্তী পাহাড়-টিলা ও দুর্গম বনাঞ্চলে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস। সবাই জানে, প্রথাগতভাবে পান চাষের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের উৎপাদিত খাসিয়া পান সিলেটের একটি কৃষিজ পণ্য। পান চাষের জন্য প্রাকৃতিক বনের সংরক্ষক তারা। এ অবস্থায় তাদের বন ধ্বংস করে নতুন করে বনায়ন তাদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র। এ অবস্থায় গারো ও খাসিয়া লোকজনের ওপর হামলার ঘটনায় পাহাড়ের মানুষ বিপন্ন। তাদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে সরকারসহ সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাজিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং বাপা সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় নাগরিক বন্ধনে একাত্ম হয়ে বক্তব্য দেন আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক ফাদার যোশেফ গোমেজ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় ধর, ভাষাসৈনিক মোস্তাফা শাহজামান চৌধুরী, প্রেস বিটারিয়ান চার্চের সভাপতি, দীপন নিঝুম সাংমা, তথ্যচিত্র নির্মাতা নিরঞ্জন দে, আইনজীবী সুদীপ্ত অর্জুন, গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক দেবাশীষ দেবু, দুষ্কাল প্রতিরোধে আমরার সংগঠক, রাজীব রাসেল প্রমূখ।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd